কালের কণ্ঠ

তারিখ 01 JUN 2015
পৃষ্ঠা ১৪ কলাম ১

এসএসসিতে ফলে হোঁচট

শিক্ষার্থীদের গিনিপিগ বানাবেন না

এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিবছর জিপিএ ৫ পাওয়া শিক্ষার্থীর সংখ্যাবৃদ্ধির প্রবণতা এবার যেমন হোঁচট খেয়েছে, তেমনি কমেছে পাসের হার। আশানুরূপ ফল পাওয়া যায়নি এবারের এসএসসিতে। পরীক্ষার ফল প্রকাশের পর বিশ্লেষকদের অনেকে বলছেন, গণিতের সৃজনশীল প্রশ্নপত্র এবারের ফল বিপর্যয়ের জন্য দায়ী; যদিও সরকারিভাবে বিএনপিসহ ২০ দলের হরতাল-অবরোধকেই দায়ী করা হয়েছে। কিন্তু ফল পর্যালোচনায় দেখা যাচ্ছে, এবারে গণিতের সৃজনশীল প্রশ্নপত্র অনেক শিক্ষার্থীর ফল বিপর্যয় ঘটিয়েছে। গণিতে অকৃতকার্য হওয়ার পাশাপাশি মানবিক ও ব্যবসায় বিভাগের শিক্ষার্থীরাও খারাপ ফল করেছে। বিশ্লেষক ও দায়িত্বপ্রাপ্তরা স্বীকারও করেছেন গণিত বিষয়ে প্রশিক্ষিত শিক্ষকের স্বল্পতা রয়েছে। এখানেই মূল প্রশ্ন। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় কয়েক বছর ধরে দেখা যাচ্ছে, অনেক কিছুই নিরীক্ষামূলকভাবে করা হচ্ছে। সৃজনশীল বিষয়ে শিক্ষকদের প্রশিক্ষিত না করেই সৃজনশীল পদ্ধতি চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে শিক্ষার্থীদের ওপর। মানসম্মত প্রশিক্ষিত শিক্ষকের যে অভাব আছে, তা অস্বীকার করার উপায় নেই। বিশেষ করে শহরাঞ্চলের তুলনায় গ্রামাঞ্চলে মানসম্পন্ন শিক্ষকের অভাব অনেক বেশি। স্বাভাবিকভাবেই মানের দিক থেকেও পিছিয়ে আছে গ্রামাঞ্চলের শিক্ষার্থীরা। প্রতিটি পরীক্ষার ফল প্রকাশের পর দেখা যায়, গ্রামাঞ্চলের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের চেয়ে অনেক এগিয়ে আছে শহরাঞ্চলের প্রতিষ্ঠান। শিক্ষকদের প্রশিক্ষিত করার চেষ্টা হয়নি তা নয়। কিন্তু প্রশিক্ষণ দিতে গিয়েও দেখা গেছে সব শিক্ষকের ধারণক্ষমতা এক নয়। ফলে প্রশিক্ষণ দিয়েও অনেক ক্ষেত্রে ভালো ফল পাওয়া যাচ্ছে না। শিক্ষকতা পেশায় মেধাবীদের আগ্রহী করে তুলতে না পারলে শিক্ষার মান কোনো দিনই আশাব্যঞ্জক হবে না। পাসের হার বৃদ্ধি যে শিক্ষার মান বৃদ্ধির সূচক নয়, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

দেশের শিক্ষাব্যবস্থা ঢেলে সাজানো প্রয়োজন। কিন্তু তার আঁচ যেন শিক্ষার্থীদের গায়ে না লাগে সেদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিতে হবে। শিক্ষামন্ত্রী এমসিকিউ পদ্ধতি তুলে দেওয়ার পক্ষে মত দিয়ে জানিয়েছেন, এই পদ্ধতির কারণে অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান অসদুপায় অবলম্বন করে। যেসব প্রতিষ্ঠান এমসিকিউ পদ্ধতির প্রশ্নপত্র ফাঁস করে বলে কর্তৃপক্ষের হাতে প্রমাণ আছে, সেগুলোর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না কেন? যে শিক্ষকরা এই অন্যায় করছেন তাঁদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে হবে। অনৈতিক কাজের সঙ্গে যুক্তদের শিক্ষকতার মতো মহান পেশায় থাকার কোনো অধিকার নেই। কাজেই এসব প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষকের বিরুদ্ধে অবশ্যই ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে।

এবারের এসএসসির ফল বিপর্যয় চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে, শিক্ষা নিয়ে আমাদের তৃপ্ত হওয়ার কোনো সুযোগ নেই। কাজেই নতুন করে ভাবতে হবে। শিক্ষার মানোন্নয়নে যথাযথ পদক্ষেপ নিতে হবে। আমরা আশা করব, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এমন সিদ্ধান্ত নেবে, যাতে শিক্ষার্থীদের গিনিপিগ করা হবে না; কিন্তু শিক্ষার মানোন্নয়নে তা সহায়ক হবে।